



127499 - যবে ব্যক্‌ত জিদ্দেদাতে থাকে হজ্‌জেরে জন্‌য মক্‌কা থেকে ইহরাম বাঁধেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমা জিদ্দেদাতে থাকি। গতবছর আমা ও আমার স্ত্রী ফরজ হজ্‌জ আদায় করেছি। হজ্‌জ করার আটদনি আগে আমরা উমরা আদায় করেছি। আমরা নজিদেরে ঘর থেকে ইহরাম না বাঁধে আয়শো মসজদি থেকে ইহরাম বাঁধেছি। এটিকি ঠিকি হল? আমাদেরকে কি ফদিয়া দতি হব? ফদিয়া দয়ের পদ্ধতি কি? ফদিয়া কার মধ্যে বণ্টন করতে হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

জদ্দেদাবাসী যদি জদ্দেদা থেকে হজ্‌জ বা উমরার নয়িত করনে তাহলে তাদেরকে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধতে হব। কারণ জদ্দেদা মীকাতেরে ভেতরেরে স্থান। জদ্দেদাবাসীর হুকুম হচ্ছ মীকাতেরে ভেতরে মক্কার আশপাশে অবস্থানকারীদের হুকুম। তারা যেখান থেকে নয়িত করবে সেখান থেকে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হব।

এর দলিল হচ্ছ বুখারি (১৫২৬) ও মুসলিমি (১১৮১) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস- “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদনীর অধিবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সরিয়ীর অধিবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধিবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযলি; ইয়মেনেরে অধিবাসীদের জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে কিংবা এ স্থানগুলো যাদের পথে পড়ে; সে সব ব্যক্তিদের জন্য যারা হজ্‌জ ও উমরা আদায়েরে নয়িত বেরিয়েছে। আর যবে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করে সে তার পরবার থেকে ইহরাম বাঁধবে। অনুরূপভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

শাইখ বনি বায বলেন:

উমরা আদায়কারী মক্কায় আসার পথে যবে মীকাত দিয়ে পথ অতিক্রম করবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে; যদি সে মীকাতেরে বাহরিরে বসবাসকারী হয়।

আর যদি মীকাতেরে ভেতরে বসবাসকারী হয়; যমেন জদ্দেদা, উম্মুস সালম, বাহরা, লাযমিা, শারায়হে ইত্যাদি এলাকার অধিবাসী তারা যেখান থেকে হজ্‌জ কিংবা উমরার নয়িত করেছে সেখান ইহরাম বাঁধবে। সমাপ্ত [ইসলামী ফতোয়া (২/৬৯০)]



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

যে জদ্দেদাবাসী উমরা করার নয়িত করছে তার উপর জদ্দেদা থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি; জদ্দেদা যনে অতক্ৰিম না হয়।

সমাপ্ত [লকিউল বাব আল-মাফতুহ (২৪/১২১)]

পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলব:

আপনি আয়শো মসজদি থেকে যে ইহরাম করছেন সটো যদি হজ্জের আগে যে উমরা করছেন সে উমরার ইহরাম হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ইহরাম করার নির্ধারিত স্থান তথা মীকাত অতক্ৰিম করে ইহরাম করছেন। যহেতে আপনাদের অবস্থানস্থল হচ্ছ- জদ্দেদা; সটোই আপনাদের মীকাত।

সতক্ৰতামূলক আপনাদের করণীয় হব: প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করা। মক্কাত জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হব; এ গশেত নজিরো খাওয়া যাবে না।

ইবনে উছাইমীন বলেন:

কটে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম না বাঁধে তদুপরিতার ইহরাম সহি হব; তার হজ্জ-উমরাও সহি হব। তবে আলমেগণ বলেন: মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হজ্জ কথিবা উমরার একটি ওয়াজবি আমল। আর কটে যদি হজ্জ কথিবা উমরার কোন একটি ওয়াজবি বর্জন করে তাকে ফদিয়া দিতে হব। এই আমলের ঘাটতি পূরণ করার জন্য তাকে ফদিয়া দিতে হব। এই ফদিয়া (পশু) মক্কাত জবাই করে এর গশেত মক্কার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে; এর গশেত খাওয়া যাবে না। এরপর আলমেগণ আরও বলেন: যদি কটে সক্ষম না হয় তাহলে সে দশদিন রোজা রাখবে। আর কোন কোন আলমে বলেন: তাকে কোন কিছু করতে হব না। সঠিকি মতানুযায়ী যদি ফদিয়া দিতে না পারে তাহলে তাকে কিছু করতে হব না। কারণ এমন কোন সহি দলিল নহে যে, কটে যদি কোন ওয়াজবি বর্জন করে ফদিয়া দিতে অক্ষম হয় তাকে দশদিন রোজা রাখতে হব। [লকিউল বাব আল-মাফতুহ (১৪/১৭৫)]

আর আপনারা আয়শো মসজদি থেকে যে ইহরাম বঁধেছেন সটো যদি উমরা আদায় করার পর আপনাদের হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে এবং আপনাদের উমরার ইহরাম জদ্দেদা থেকে বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে আপনাদেরকে কোন কিছু করতে হব না। যদিও আপনাদের উপর ওয়াজবি হচ্ছ মক্কাত যখনে অথবা অন্য যে স্থানে আপনারা উঠছেন সখোন থেকে ইহরাম বাঁধা; আয়শো মসজদি কথিবা হারামের বাইরে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নহে।